বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
(২০২৩-২৪)

উপজেলা পরিষদ

কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
(২০২৩-২০২৪)

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০২৩ খ্রি.

উপজেলা পরিষদ, কুতুবদিয়া, ককসবাজার।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ

কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদ, ককসবাজার

প্রকাশনায় ঃ

জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদ
ককসবাজার

সম্পাদনা ঃ

জনাব দীপংকর তঞ্চঙ্গ্যা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুতুবদিয়া,ককসবাজার

অর্থায়নে ঃ

কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদ, ককসবাজার

সার্বিক সহযোগীতায় ঃ

জনাব বিশ্বজিত বড়ুয়া, সহ: প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কুতুবদিয়া, ককসবাজার
জনাব মিজবাহ উদ্দিন আহমদ,সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদ, ককসবাজার

তথ্য সংগ্রহ ও কম্পোজ ঃ

জনাব বিশ্বজিত বড়ুয়া, সহ: প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কুতুবদিয়া, ককসবাজার
জনাব মিজবাহ উদ্দিন আহমদ,সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদ, ককসবাজার

কৃতজ্ঞতায় ঃ

কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ ও ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ

ডিজাইন ও মুদ্রণ ঃ রাবেয়া কম্পিউটাস এন্ড প্রিন্টার্স, কুতুবদিয়া, ককসবাজার

উৎসর্গ

প্রিয় কুতুবদিয়া উপজেলাবাসীকে

বাণী

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালে প্রণীত অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম এবং ১৯৯০ সালে ২য় মেয়াদে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

সু-শাসন, স্বচ্চতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজে প্রতিটি মানুষের দাবী। সকল কাজ ও প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরি করা ও বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের স্বচ্ছতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা ।

আমাদের এই দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু মানব সম্পদ অধিক তাই কোন পরিকল্পনা ছাড়া যত্রতত্র অর্থ ব্যয় করে কোন কাজ করলে আমরা কোন দিনই উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারবোনা। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে প্রতিটি উপজেলায় জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তাই কুতুবদিয়া উপজেলার প্রতিটি মানুষ যেন এই কর্ম পরিকল্পনার সুফল ভোগ করতে পারে সে জন্য আমি বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার হাতকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। কুতুবদিয়া উপজেলা প্রতিটি মানুষ সুখে ও শান্তিতে থাকুক এই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

(মোঃ ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী)
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
কুতুবদিয়া, ককসবাজার

বাণী

১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও উক্ত সময়ে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হয়নি। দীর্ঘ সময় পর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ রহিত করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে উপজেলা পদ্ধতি পূনঃপ্রচলন করে। ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং প্রায় একই সময়ে উপজেলা পরিষদ (রহিত পূনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ পাশ ও জারি করা হয় এবং পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ হয়।

আমি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই প্রত্যাশা করি যেন কুতুবদিয়া উপজেলার প্রতিটি মানুষ উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। আমরা হয়তো জনগণের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবনা। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে একটু দায়মুক্ত হতে পারি কিনা। জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসন যদি একত্রিত হয়ে কাজ করে তাহলে আমার মনে হয় আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

(হুমায়ুন কবির হায়দার)
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
কুতুবদিয়া, ককসবাজার।

বাণী

মহৎ কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর পরিকল্পনা হচ্ছে কাজের অর্ধেক। জীবনের প্রতিটি কাজেই পূর্ব পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুন্দর ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা থাকলে আশানুরূপ লক্ষ্য অর্জন হবে। কুতুবদিয়াউপজেলা জলা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। এ উপজেলায় একটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরী করা হলে আইন-শৃংখলার উন্নতি সাধন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, সমাজসেবা, দারিদ্র দূরীকরণসহ জনকল্যাণ ও সু-শাসন নিশ্চিত হবে।

এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(হাছিনা আকতার)
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
কুতুবদিয়া, ককসবাজার।

বাণী

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অতীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুতুবদিয়া উপজেলার অবস্থান অনেক পিছনে। আগামী এক বছরে (২০২৩-২০২৪) এ সকল ক্ষেত্রে কাম্যমান অর্জনের মাধ্যমে কুতুবদিয়া উপজেলাকে সুখী, সমৃদ্ধশালী, দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে উপজেলা পরিষদ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ বর্তমান সময়ের একটি আলোকিত বিষয়। বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সাথে জনগণের অংশগ্রহণে গুরত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই খুবই ইতিবাচক ও যুগপযোগী। এর মাধ্যমে স্থানীয় উপকার ভোগীরা কার্যক্রমটিকে একান্ত নিজের মনে করতে পারে এবং সুষ্ঠভাবে প্রকল্প বা কাজটি বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছায় অবদান রাখে।

কুতুবদিয়া উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণে তথা জনগণের মতামতের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত বছর সমুহে রাজস্ব উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তির ধারবাহিকতায় ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

আশা করা যায় কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদ আগামী এক (২০২৩-২০২৪) বছরে দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্নয়নে অশেষ অবদান রাখবে।

(দীপংকর তঞ্চঙ্গ্যা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুতুবদিয়া, ককসবাজার।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা, উপজেলার পরিচিতি ও নামকরণ

১.১ ভূমিকা 09
১.২ কুতুবদিয়া উপজেলা পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি 09
১.৩ প্রাচীন কীর্তি 09
১.৪ কুতুবদিয়া উপজেলার নামকরণ 09
১.৫ কুতুবদিয়া উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি 09
১.৬ ভাষা ও সংস্কৃতি 09
১.৭ মুক্তিযুদ্ধে কুতুবদিয়া 10
১.৮ প্রত্যাশা 11
১.৯ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য 11
১.১০ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়ন প্রক্রিয়া 12
১.১১ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল 12
১.১২ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা 12
১.১৩ কুতুবদিয়া উপজেলার মানচিত্র 13

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ উপজেলা আর্থ-সামাজিক তথ্য ভান্ডার

২.১ উপজেলার পরিষদ ও বিভিন্ন দপ্তরের আর্থ-সামাজিক তথ্য 14

তৃতীয় অধ্যায়ঃ উপজেলার সম্পদ বিবরণী

৩.১ উপজেলার সম্পদের বিবরণী 19

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৪.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ 20

পঞ্চম অধ্যায়ঃ রূপকল্প

৫.১ রূপকল্প 21

ষষ্ট অধ্যায়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 21
৬.২ উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন 22

সপ্তম অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৭.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 22
৭.২ প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ 25

অষ্টম অধ্যায়ঃ মনিটরিং ও মুল্যায়ন পদ্ধতি

৮.১ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য 32
৮.২ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড 32
৮.৩ মনিটরিং ফরম্যাট 33
৮.৪ মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো 33

১.১ ভূমিকাঃ

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরের স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদ আইনে ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাা প্রণয়নকে অন্যতম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রথম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি, দেশ বা সমাজ উন্নতির শিখরে অগ্রসর হতে পারেনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়। উপজেলা পরিষদের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১.২ কুতুবদিয়া উপজেলা পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

কুতুবদিয়া উপজেলা ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে কুতুবদিয়া চ্যানেল, বাঁশখালী, চকোরিয়া এবং মহেশখালী উপজেলা। কুতুবদিয়া বাংলাদেশের ককসবাজার জেলার অর্ন্তগত একটি উপজেলা এটি ককসবাজার জেলা শহর থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। ১৯১৭ সালে মহেশখালী থানাকে ভাগ করে কুতুবদিয়া থানা সৃষ্টি হয়। কুতুবদিয়া নামকরনের পিছনে জনশ্রুতি আছে যে, দীর্ঘদিন ধরে কুতুবদিয়া দ্বীপের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলেও এ দ্বীপ সমুদ্রের বুক থেকে জেগে উঠে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ধারণা করা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ দ্বীপে মানুষের পদচারণা। হযরত কুতুবুদ্দীন নামে এক কামেল ব্যক্তি আলী আকবর, আলী ফকির, এক হাতিয়া সহ কিছু সঙ্গী নিয়ে মগ পর্তুগীজ বিতাড়িত করে এ দ্বীপে আস্তানা স্থাপন করেন। অন্যদিকে আরাকান থেকে পলায়নরত মুসলমানেরা চট্টগ্রামের আশেপাশের অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে উক্ত দ্বীপে আসতে থাকে। জরিপ করে দেখা যায়, আনোয়ারা, বাঁশখালী, সাতকানিয়া, পটিয়া, চকরিয়া অঞ্চল থেকে অধিকাংশ আদিপুরুষের আগমন। নির্যাতিত মুসলমানেরা কুতুবুদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধান্তরে কুতুবুদ্দীনের নামানুসারে এ দ্বীপের নামকরণ করেন *কুতুবুদ্দীনের দিয়া,* যা পরবর্তীতে *কুতুবদিয়া* নামে স্বীকৃতি লাভ করে।[৫] দ্বীপকে স্থানীয়ভাবে *দিয়া* বা *ডিয়া* বলা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসে এই দ্বীপে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে (২০১৭) এই দ্বীপের বয়স ৬০০ বছর পেরিয়ে গেছে। এই দ্বীপের আয়তন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমে গেছে এবং এখনও সাগরের ঢেউয়ের প্রভাবে ভেঙ্গে সমুদ্রে পরিণত হচ্ছে সৌন্দর্যের লীলাভূমি সাগরকন্যা কুতুবদিয়া দ্বীপটি।

১.৩ প্রাচীন কীর্তিঃ

কুতুবদিয়ায় বাতি ঘর ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে চট্টগ্রাম নৌবন্দর গড়ে তোলে। প্রাথমিকভাবে দুটি অস্থায়ী জেটি তৈরি করা হয়েছিল। এরও বহ আগে থেকে চট্টগ্রামে জাহাজ চলাচল করতো। এই কারণে ব্রিটিশদের চট্টগ্রাম নৌবন্দর উন্নয়নের বেশ আগে থেকে কুতুবদিয়ায় বাতি ঘর তৈরি করা হয়েছিল।

১.৪ কুতুবদিয়া উপজেলা নামকরণঃ

কুতুবদিয়া মূলত একটি দ্বীপ উপজেলা। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই দ্বীপ সমুদ্রের বুকে জেগে উঠে বলে ধারণা করা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই দ্বীপে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়। সর্বপ্রথম 'কুতুবুদ্দীন' নামক একজন সাধু ও পরহেজগার ব্যক্তি এই দ্বীপে বসবাস শুরু করেন। তিনি সকলের জন্যই এই দ্বীপটি উন্মুক্ত করে দেন। তখন আরাকান রাজ্য থেকে বিতাড়িত মুসলিমরা আশ্রয়ের জন্য এই দ্বীপে আসতে থাকে। কুতুবুদ্দীন এদেরও আশ্রয় দান করেন ফলে শ্রদ্ধা করে কুতুবুদ্দীনের নামানুসারে দ্বীপটির নাম রাখা হয় কুতুবদিয়া দ্বীপ। প্রথমে দ্বীপটির নাম ছিলো 'কুতুবুদ্দীনের দিয়া' যা পরবর্তীতে কালের বিবর্তনে লোকমুখে পরিবর্তন হয় এবং হয়ে যায় 'কুতুবদিয়া দ্বীপ'।

১.৫ কুতুবদিয়া উপজেলা ভৌগলিক পরিচিতিঃ

কুতুবদিয়াউপজেলা ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। চট্টগ্রাম [বাংলাদেশ] বিভাগের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। বাংলাদেশের অতি নিকটবর্তী একটি দ্বীপ। কুতুবদিয়া চ্যানেল দ্বারা মূল ভুখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। ভৌগোলিক অবস্থান ২১.৮১৬৭± উত্তর দ্রাঘিমাংশ ৯১±৮৫৮৩ পূর্ব অক্ষাংশ। এর উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে কুতুবদিয়া চ্যানেল, বাঁশখালী, চকোরিয়া এবং মহেশখালী উপজেলা। এর মোট আয়তন ২১৫.৮ বর্গকিলোমিটার।

১.৬ ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ

নানা মত ও বর্ণের লোকজনের বসবাসের মধ্যে দিয়ে এ এলাকার জনবসতি গড়ে উঠেছে। ইতিহাস নির্মাণকালে এ এলাকার বিদেশী বনিকদের আনাগোনা ছিল। সেই সুবাদে ভিন্ন জাতিসত্বা ও অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

১.৭ মুক্তিযুদ্ধে লোহাগাড়াঃ

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী কক্সবাজার জেলা। এই জেলার মুক্তিযোদ্ধাগণও পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক লড়াই করে কক্সবাজারকে শত্রুমুক্ত করেন। কক্সবাজার জেলার মহান মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার, জেলা জয় বাংলা বাহিনী '৭১ এর প্রধান প্রবীণ রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী, সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল হোসেন চৌধুরীর নিকট সকাশে গিয়ে একান্ত আলাপে হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। বিবার্তা২৪ডটনেট এর প্রতিবেদকের সাথে তাঁর আলাপে মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় অবদানসহ নানা বিষয় উঠে আসে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় স্মৃতি-গাঁথা গৌরবের ইতিহাস জানতে চাইলে তিনি বিবার্তা প্রতিনিধিকে জানান- বাঙালির জন্য শেখ মুজিব দিলেন বাংলাদেশ, তাঁর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলার জীবনমান উন্নয়নের তরে প্রাণপন নিরলস চেষ্টারত। অপর দিকে, স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ছলে-বলে কৌশলে, রক্ত দিয়ে অর্জিত স্বাধীন দেশটাকে ধ্বংস করতে সদাব্যস্ত। কিন্তু তারা কিছুতেই সফল হবে না।

১৯৭১ ও এর পূর্ববর্তী সময়ের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল হোসেন চৌধুরী বলেন, আমি স্কুল জীবন থেকেই রাজনৈতিক ভাবে সচেতন ছিলাম। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ঠের নির্বাচনের প্রাক্কালে শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমার ও আজিজ মিয়ার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। ১৯৬২-৬৩ সালে আমি ছিলাম কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬২ সালে কক্সবাজার সাংগঠনিক জেলায় ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করি এবং সভাপতি হই। বৈরুত যাওয়ার প্রাক্কালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কক্সবাজার বিচ সংশ্লিষ্ট হাউসে কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এক দুর্লভ সংবর্ধনায় ভূষিত করা হয়। ওই সময়েও ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। সেই সময়ের শিক্ষা আন্দোলনেও আমরা অংশগ্রহণ করি। ১৯৬৪-৬৫ সালে আমি কক্সবাজার কলেজের প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই।

এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জানান, ১৯৬৬ সালে ছয় দফার জন্য আমরা সংগ্রাম করি যা ব্যাপক গণসমর্থন পেয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে আমি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করি। ১৯৬৮-৬৯ সালে বৃহত্তর চট্টগ্রামের ছাত্রলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন কালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের কারণে আমরা কয়েকজন যেমন- প্রয়াত নজরুল, মোজাম্মেল, ছুরত আলম, কৃষ্ণ, তৈয়ব, রাজামিয়া, জহির প্রমূখের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়। ১৯৬৯ সালের এহেন পরিস্থিতির কারণে আমাদের চিন্তা-ধারার পরিবর্তন আসে। ১৯৬৯-এর আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া 'আইনগত কাঠামো আদেশে' ১৯৭০ এ নির্বাচন ঘোষনা করেন। আমরা সেই নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। নির্বাচনের ফলাফল তো সবার জানা আছে। ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসির ফলে আমাদের চিন্তাভাবনা প্রকট হয় যে আন্দোলন জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। সেই সময়ে আমরা মহকুমা পর্যায়ে ভয়েস অব আমেরিকা এবং বিবিসি'র সংবাদের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সমস্ত কর্মসূচী পালন করতাম।

একাত্তরে উত্তাল দিনগুলো নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল হোসেন চৌধুরী জানান, ১৯৭১ এর ৭ মার্চের ভাষণের আগেই ৩ মার্চ আমরা মহকুমা প্রশাসনের অফিসের পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে পুড়িয়ে দেই। পতাকা নামানো হয় মোজাম্মেল (মরহুম)-এর কাঁধের উপর সুরত আলম তার উপর আল মামুন। ওইদিকে পানির পাইপ দিয়ে মুজিব এক সাথে উঠে পতাকা নামিয়ে পাবলিক লাইব্রেরির কোণায় আমতলা স্টেজে নিয়ে আসে।

তখন মাইকে আমি ঘোষণা করি, 'এই পতাকার নামে আমাদেরকে ২৪ বছর শোষণ করেছে। এর আর দরকার নাই। আমরা চাই নতুন পতাকা নতুন দেশ। এর সাথে সাথে পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ওই দিন কক্সবাজারের সর্বস্তরের মানুষের মিছিলের অগ্রভাগে ছিলাম আমি, নজরুল, ওমর, সুনিল, জালাল, মনছুর, জহির, হাবীব, তৈয়ব, রাজা মিয়া, তাহের, সিরাজ, দিদার, পিন্টু, শাকের, আবছার, তালেব, মুজিব, আলতাফ, শাহ আলম, হারুন, রশিদ, লক্ষণ, খোরশেদ, জালাল, বাচ্চু, বেলাল প্রমুখ।

বিশেষত '৭১-এর প্রথম দিক থেকেই আমরা গোপনে হোটেল সায়মন-এ ৩টি রুম নিয়ে অফিস করতে থাকি এবং ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি ও টেলিফোন সংবাদের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করি। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর অগ্নিঝরা ভাষণের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করি। ৭ মার্চের ভাষনের মর্মবাণী আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে, আমাদেরকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তখন থেকে আমরা ২৪/২৫ জন সিনিয়র ছাত্র রাজনৈতিক কর্মী হোটেল সায়মনে অঘোষিত ক্যাম্পে ১১ মার্চ হতে সশস্ত্র প্রস্তুতির কার্যক্রম শুরু করি।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সাল। রাত ১.৩০ মিনিটের পর কক্সবাজার পুরাতন রেষ্ট হাউস থেকে আমরা কয়েকজন চট্টগ্রাম রেষ্ট হাউসে (বর্তমান হোটেল সৈকত) সিটি আওয়ামী লীগ অফিস থেকে জহুর আহামদ চৌধুরীর কাছে ফোন করি। ফোন ধরেন শ্রমিক নেতা জামাল। তার কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি বলেন, দেশে গণহত্যা চলছে, রাজারবাগ ইপিআর বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপর আক্রমণ হয়েছে। আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এখন চতুর্দিকে গোলাগুলি হচ্ছে। আমরা নিরাপদ স্থানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আপনারা প্রস্তুতি নেন।

আমি রিসিভারে এখান থেকেই গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। এ কথা আমরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে জানালাম। তারাও বঙ্গবন্ধুর সরাসরি নির্দেশনার অপেক্ষায় ছিলেন।

আমি ২৬ মার্চ ভোর ৬টায় কক্সবাজার শহরের প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে আনাচে কানাচে মাইকে প্রচার করেছিলাম যে, আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ২৫ তারিখ রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। একথা আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি।

"ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, খুলনা, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিমা লাল কুত্তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ঢাকায় পুলিশ ক্যাম্প, ইপিআর ক্যাম্প এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের উপর নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা চালিয়েছে। সুতরাং আমাদের আর সময় নাই। কক্সবাজারবাসী সংগ্রামী বাঙালিরা যে যেখানে যেভাবে আছেন, অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।"

রাত ১টার দিকে জোনাব আলী, লতিফ এবং আরও কয়েকজন কক্সবাজার ইপিআর এর কাছে আসা ক্যাপ্টেন রফিক-এর ম্যাসেজে অবাঙালিদের ক্লোজ করার ব্যাপারে জানি। ওইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় খরুলিয়া পর্যন্ত ঘোষণা দেওয়া হয়, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। মুজাহিদ বাহিনীকে বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়বাংলা বাহিনী এবং সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য সকাল ৮টার মধ্যে আওয়ামী লীগ অফিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য অতি জরুরি নির্দেশ দেওয়া হয়। একইভাবে আনসার অ্যাডজুডেন্টকে এনেও এই ঘোষণা দেওয়া হয়।
রাত ১১ টায় ডিএফও'র আলমারির অস্ত্র নেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়, কিন্তু পারা যায়নি। পরের দিন ডিএফও-কে আনিয়ে তালা খুলে অস্ত্র নেওয়া হয়। তখন আমার সাথে ছিল সুরত আলম, মোজাম্মেল (মরহুম), জমাদার ফজল করিম, মুজিব, মনছুর, জহির ও খুরশেদ। ওইদিন রাতে ব্ল্যাক আউট করানো হয়েছিল এবং আমি ছিলাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ করার দায়িত্বে।
এরপর এসডিপিও এবং ওসি-কে নিরস্ত্র করে থানা থেকে অস্ত্র নেওয়া হয়। বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকার খবরও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমুদ্রে সোয়াত জাহাজ ও বাবর এবং উপরে বোমারু বিমান উপস্থিতির প্রেক্ষিতে সারা শহরে এবং বিমান বন্দরে ট্রেন্স করার ব্যবস্থা করি, রানওয়ে কেটে দেই। জনাব নুর আহামদ, আবছার কামাল চৌধুরী, শমশের আলম চৌধুরী প্রমুখের একটি দল বার্মার সাথে সামরিক সহায়তায় আশায় যোগাযোগ করার চেষ্টা করে বিফল হন। তখন কালুরঘাটে যুদ্ধ চলছিল। আমরা সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে ৪/৫ বার কালুরঘাটে রসদ এবং ফোর্স সরবরাহের ব্যবস্থা করি এবং আমি নিজেই ওই ফোর্সের নেতৃত্ব দেই।
মুক্তিযুদ্ধে কক্সবাজারের সার্বিক অবস্থা ও সহযোদ্ধাদের প্রসঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল হোসেন চৌধুরী বলেন, আরও যারা আমার সাথে থাকতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, সুরত আলম, মোজাম্মেল (মরহুম), মুজিব, কাদের, জাফর প্রমুখ এবং জয়বাংলা বাহিনীর একটি গ্রুপ। কালুর ঘাট পতনের পর আমরা আজিজ নগর, হারবাং, ফাঁসিয়াখালী, ডুলহাজরা, ঈদগাহ, রাবার বাগান এসব জায়গায় এম্বুস বসাই। ইতোপূর্বে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ইপিআর এর একটি গ্রুপ হাবিলদার জোনাব আলীর নেতৃত্বে কালুরঘাটে যোগদান করে। ওখানে আমরা টেকনাফ থেকে কুতুবদিয়া, হারবাং এবং আজিজ নগর পর্যন্ত আমাদের পূর্ণ তৎপরতা অব্যাহত রেখেন হানাদার মুক্ত রাখি। কালুর ঘাট পতনের পর হানাদার বাহিনী প্রথমে সাতকানিয়া এসে ফিরে যায় এবং পরে চকরিয়া পর্যন্ত এসে আবার আজিজ নগরে গিয়ে অবস্থান নেয়। ক্যাপ্টেন হারুন পেটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এবং আরও বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা আহত অবস্থায় ডুলহাজরা মালুমঘাট খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে আসে। ইতিমধ্যে এখানকার অনেক নেতৃবৃন্দ বার্মায় আশ্রয় নেয়। এই সংকটে একমাত্র জয় বাংলা বাহিনীই কক্সবাজার মহকুমায় অবস্থান করে।
এরপর পাক-হানাদার বাহিনী, রাজাকার,আলবদর, আলসামসসহ স্বাধীনতা বিরোধীরা একত্রিত হয়ে কক্সবাজার শহর, রামু, উখিয়া, টেকনাফ, চকরিয়া কুতুবদিয়া ও মহেশখালীতে ব্যাপক গণহত্যা চালায়।কক্সবাজারে টর্চার সেল খোলা হয় ২৩টি। জেলায় প্রথম শহিদ হন মহেশখালী কালারমারছড়া ইউনিয়নের তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান স্থানীয় মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার শহিদ মোহাম্মদ শরীফ। তারপর উখিয়ার শহিদ জাফর আলম। এরপর একে একে হত্যা করা হয় অসংখ্য প্রতিরোধ যোদ্ধাকে। ১৯৭১ এর গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ট্র্যাস্টের সভাপতি মুনতাসীর মামুন কর্তৃক কক্সবাজারে গণহত্যা শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কক্সবাজারে ২৬৭টি গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে। সন্ধান পাওয়া গেছে ২০টি বধ্যভূমির ও ২৯টি গণকবরের। বসতবাড়ি, মন্দির, মার্কেট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে প্রায় ৭ হাজার। এভাবে দীর্ঘ ৯ মাসে সারাদেশের ন্যায় কক্সবাজারকে বিরানভূমিতে পরিণত করে হানাদার বাহিনী।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ আমরা কতটা পেলাম প্রশ্নের উত্তরে মুক্তিযুদ্ধের কক্সবাজারস্থ কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল হোসেন চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, দেশ ও মানুষকে ভালোবেসে সপরিবার জীবন দিয়েছেন। তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের দিকে একাই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে কক্সবাজারে চলছে উন্নয়নের মহোৎসব। ডিজিটাল এই বাংলাদেশ দেখার জন্য আমরা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম

১.৮ প্রত্যাশাঃ

কুতুবদিয়া উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন কল্পে, কুতুবদিয়া উপজেলার জনগনের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

১.৯ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্যঃ

উপজেলা পরিষদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই এই সীমাবদ্ধ সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক এবং সঠিক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। কারণ পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব। উপজেলা পরিষদের এলাকায় বর্তমানে বিভিন্ন স্টকহোল্ডারদের অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত, অহস্তান্তারিত এবং অন্যান্য বিভাগ বা সংস্থাসমূহ তাদের বিভাগীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম এর মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে দক্ষতা পরিকল্পিত হচ্ছে না। ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ও অগ্রাধিকার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য এবং উপজেলা পরিষদের সকল স্টকহোল্ডারদের অর্থাৎ হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তারিত, অন্যান্য বিভাগ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ, কার্যক্রম এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সমন্বিত করে উপজেলা ভিত্তিক সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বই তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.১০ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়ন প্রক্রিয়াঃ

উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে বার্ষক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।
প্রথমত: বার্ষিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য কুতুবদিয়াউপজেলা পরিষদ বিশেষ সভায় উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়।

দ্বিতীয়ত: উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে খাতভিত্তিক সমস্যা বিশ্লেষণ অগ্রাধিকার নিরুপনের মাধ্যমে খাতভিত্তিক ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অতপর পরিকল্পনা কমিটি উপজেলা কমিটি সমূহের নিকট থেকে খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে একটি সমন্বিত খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে।

তৃতীয়তঃ উপজেলা পরিষদের সকল হস্তান্তরিত এবং অ-হস্তান্তরিত ও অন্যান্য বিভাগকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে বিভাগ ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি কর হয়। পরবর্তিতে পরিকল্পনা কমিটি উপরোক্ত বিভাগ ভিত্তিক তথ্য ও পরিকল্পার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের খসড়া সমন্বিত বর্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

চর্তুথত: উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভায় পরিকল্পনা কমিটি সমন্বিত খসড়া বার্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। উক্ত বিশেষ সভায় সমন্বিত খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে। সবশেষে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন করে।

১.১১ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলঃ

ক) সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পুরক/পরিপুরক প্রকল্প গ্রহণ।

খ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন।

গ) অংশ গ্রহণমূলক মনিটরিং প্রক্রিয়া অনুসরণ।

ঘ) নিম্ন থেকে উর্ধমূখী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অনুসরণ।

১.১৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতাঃ

কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদ পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে এই পরিকল্পনা বই এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই বার্ষিক পরিকল্পনার বই-এর উল্লেখযোগ্য অংশ হল হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত এবং অন্যান্য সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহ থেকে ভিত্তি তথ্য এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহকরা এবং সেই তথ্যের বিশ্লেষণ করা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগের তথ্যের ঘাটতি এবং বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিভাগসমূহের আগ্রহ কম ছিল। এমতাবস্থায়, পরিকল্পনা বই প্রণয়নেরক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুযায়ী সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যও সময়মত পাওয়া যায়নি।
উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল স্টকহোল্ডার অর্থাৎ হস্তান্তরিত, অ-হস্তান্তরিত এবং বিভাগসমূহকে পরিকল্পনা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ এবং সম্পৃক্ত করা একটি সময়-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া কিন্তু এই পরিকল্পনা বই তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায়নি। পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত অনেক প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রমের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কথা উলেখ করেছে। ফলে সঠিক সময়ে তাদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১.১৪ কুতুবদিয়া উপজেলার মানচিত্রঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদ এবং বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্যঃ

উপজেলার মোট আয়তন	ঃ ২১৬.০০ বর্গ কিঃমিঃ
বর্তমান লোক সংখ্যা	ঃ ১,৩৩,৮৮৮ জন (প্রায়)
প্রতি বর্গ কিঃমিঃ লোকসংখ্যার ঘনত্ব	ঃ ১৬৫২ জন
এ উপজেলায় লোক সংখ্যার	ঃ শতকরা ৯৪ ভাগ মুসলমান
বর্তমান শিক্ষার হার	ঃ ৭৭% ভাগ।

এ উপজেলার জনগণের মূল কাজ কৃষি হলে ও আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যবসা বানিজ্য সম্প্রসারনের কারনে অ-কৃষিজীবির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তদুপরি কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ফলে মূল্য বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে কৃষির প্রতি একটা অনাগ্রহের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।

কুতুবদিয়াউপজেলার ক) উত্তরে সাতকানিয়া উপজেলা খ) দক্ষিণে-চকরিয়া উপজেলা, গ) পূর্বে-লামা উপজেলা ঘ) পশ্চিমে-বাশঁখালী উপজেলা অবস্থিত

সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ ০১ টি
সরকারী কলেজ	ঃ ০১ টি
বেসরকারী কলেজ	ঃ ০৩ টি
জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঃ ১৬৫২ জন/ বঃ কিঃ মিঃ
ইউনিয়ন পরিষদ	ঃ ০৬ টি
পৌরসভা	ঃ ০০টি
হাট বাজার	ঃ ০২ টি ,
কলেজ	ঃ ০৪ টি
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ ০৮ টি
ফাজিল মাদ্রাসা	ঃ ০১ টি
সিনিয়র মাদ্রাসা	ঃ ০১ টি
দাখিল মাদ্রাসা	ঃ ০৮ টি
কওমী মাদ্রাসা	ঃ ০৭ টি
এবতেদায়ী (স্বতন্ত্র)	ঃ ০৮ টি
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা	ঃ ২০৫ টি
হাফেজীয়া মাদ্রাসা	ঃ ১৭ টি
নূরানী মাদ্রাসা	ঃ ০২ টি
কিন্ডার গার্টেন	ঃ ১৭ টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ ৫৯ টি
কমিউনিটি বিদ্যালয়	ঃ ০১ টি
গ্রাম	ঃ ৫৪ টি
শিক্ষার হার	ঃ ৭৭%,
এনজিও	ঃ ১৪ টি
নির্বাচনী এলাকা	ঃ ২৯৫ ককসবাজার-০২ (কুতুবদিয়া-কক্সবাজার)

ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত

ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ঃ ০৩ টি
পৌর ভূমি অফিস	ঃ ০০ টি
হাট-বাজারের সংখ্যা	ঃ ০২ টি

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

১। ৬টি ইউনিয়নে বর্তমানে চালুকৃত ১২টি সি.সির (কমিউনিটি ক্লিনিক) মধ্যে পুরাতন ১২টি (দীর্ঘ ৭ বৎসর বন্ধ ছিল- ২০১১ ইং হইতে ২০১৩ইং পর্যন্ত মেরামত ও সংস্কার করা হইয়াছে এবং ৪টি ২০১১-২০২১ইং পর্যন্ত সময়ে নতুন নির্মিত হয়েছে) চিকিৎসা মূলক সেবার মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধ সরবরাহ করা হইতেছে এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এ কার্যক্রমে জানুয়ারী - ২০১০ইং হইতে ডিসেম্বর/২০২০ইং পর্যন্ত ২,৩৯,৭১৬ জনকে সেবা প্রদান করা হইয়াছে। বর্তমানে ০২টি সিসি নতুন ভাবে নির্মানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

২। ৬টি ইউনিয়নে ৬টি মেডিকেল টিম এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১টি মেডিকেল টিম সার্বক্ষনিক ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য রোগ বালাই কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

পরিবার পরিকল্পনা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ ০৫ টি
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ ০১ টি
এম.সি.এইচ. ইউনিট	ঃ ০১টি

প্রাণি সম্পদ

উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	ঃ ০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা	ঃ ০১ জন
গবাদি পশু/ দুগ্দ খামার খামার	ঃ ২০১ টি
ছাগলের খামার	ঃ ১৫ টি
ভেড়ার খামার	ঃ ০৫ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার	ঃ ১১০টি
লেয়ার মুরগীর খামার	ঃ ১২টি
হাসের খামার	ঃ ০৫ টি
কবুতরের খামার	ঃ ৪০টি

সমবায় সংক্রান্ত

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ	ঃ ০৪ টি
পউবো সমিতি	ঃ ০১টি
সাধারণ সমবায় সমিতি	ঃ ২১৯ টি

তথ্য সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অভিযোগ কিংবা বিধি সম্মত তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাবে ঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুতুবদিয়া ককসবাজার

ফোন ঃ ০১৮৭২-৬১৫১৪০

ই-মেইল ঃ unokutubdia@mopa.gov.bd, ওয়েবসাইট ঠিকানা ঃ www. kutubdia.coxsbazar.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় কুতুবদিয়া ককসবাজার

সিটিজেন চার্টার (Citizen Charter)

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের সময় সীমা	সেবা প্রদানের প্রদ্ধতি	সেবা প্রদানের স্থান
০১	কৃষি/অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত, পেরীফেরীভূক্ত হাট-বাজার একসনা বন্দোবস্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে প্রাপ্তির পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে।	উপজেলা ভূমি অফিস হতে প্রস্তাব প্রেরণের পর উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে প্রস্তাবটি সুপারিশ সহকারে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে অগ্রবর্তী করা হয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়,জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়।
০২	ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্ধে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম (টি.আর, কাবিখা, কাবিটা ও ত্রাণ সামগ্রী)।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ২ (দুই) দিনের মধ্যে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস।
০৩	এল.জি.ই.ডি কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিল/প্রকল্প কমিটির সভাপতির বিল প্রদান।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ২ (দুই) দিনের মধ্যে।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর বিল অনুমোদন, প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস।
০৪	হাট-বাজার বাৎসরিক ইজারা প্রদান।	প্রতি বছরের ১লা বৈশাখের আনুমানিক ২ (দুই) মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	হাট-বাজার নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়।
০৫	জলমহাল ইজারা প্রদান।	প্রতি বছরের ১লা বৈশাখের আনুমানিক ২ (দুই) মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	জলমহাল ইজারার নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহীকর্মকর্তার কার্যালয়।
০৬	সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী বে-সরকারী কলেজ, হাই স্কুল ও মাদ্রাসার বেতন বিল প্রদান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলী।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বেতন বিল প্রাপ্তির ২ (দুই) দিনের মধ্যে এবং যে কোন প্রশাসনিক কাজের প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে।	প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক বিল দাখিলের পর।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৭	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সদস্যাদের সরকারী অংশের সম্মানী ভাতা প্রদান এবং সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা প্রদান।	সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে।	সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির পর সম্মানী ভাতা বা বেতন ভাতা ব্যাংক থেকে কালেকশন করে প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৮	ধর্ম মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা পরিষদ, সংস্থা / বিভাগ কর্তৃক বিবিধ অনুদান বিতরণ।	বরাদ্ধ প্রাপ্তির পর বিষয়টি সুফলভোগীকে অবহিত করা হয়। সুফলভোগী কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক কাগজ-পত্রাদি দাখিলের পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করা হয়।	সুফলভোগী কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক কাগজ-পত্রাদি দাখিলের পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অর্থ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা।

০৯	জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা।	বিধি মোতাবেক।	চ.উ.জ. অপঃ, ১৯১৩ অনুযায়ী।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
১০	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও রিপোর্ট রিটার্ণ প্রেরণ।	প্রতি সপ্তাহে একদিন।	সরকারের আদেশ ও বিভিন্ন আইন মোতাবেক।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
১১	হজ্বব্রত পালনের ফরম বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান।	আবেদনের সাথে সাথে।	আবেদন মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে ফরম, তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিস ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়।
১২	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংক্রান্ত পরামর্শ, তথ্য ওকরণীয় সম্পর্কে সেবা প্রদান।	চাহিদা মোতাবেক স্বল্প সময়ে প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসে এসে পরামর্শ চাওয়া হলে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিস ও ইউপি চেয়ারম্যান।
১৩	বিভিন্ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন।	কমিটিরসদস্য-সচিবের সাথে আলাপের মাধ্যমে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে।	সদস্য-সচিবের চাহিদা মাফিক।	বিভাগীয় কর্মকর্তা ও উপজেলানির্বাহী অফিসার।
১৪	বি.সি.আই.সি/ভর্তুকি সারের প্রতিবেদন প্রেরণ।	আগমনী বার্তা প্রাপ্তির দিন।	সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১৫	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কমিটি।	অভিযোগ প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে নোটিশ প্রদান করা হয়।	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কমিটি কর্তৃক পক্ষদ্বয়ের শুনানী গ্রহণ শেষে নিস্পত্তি করা হয়।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপজেলায় নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

- ❖ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করণ।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ।
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় ত্রাণ কাজে সহায়তা প্রদান।
- ❖ আইন-শৃংখলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- ❖ সরকারী কার্যক্রমের সহায়ক শক্তি হিসাবে দায়িত্ব পালন।
- ❖ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের তদারকিকরণ।
- ❖ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের সকল নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন।
- ❖ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন।
- ❖ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ (জাটকা) সম্পদ রক্ষা।

উপজেলা নির্বাহী আফিসারের কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

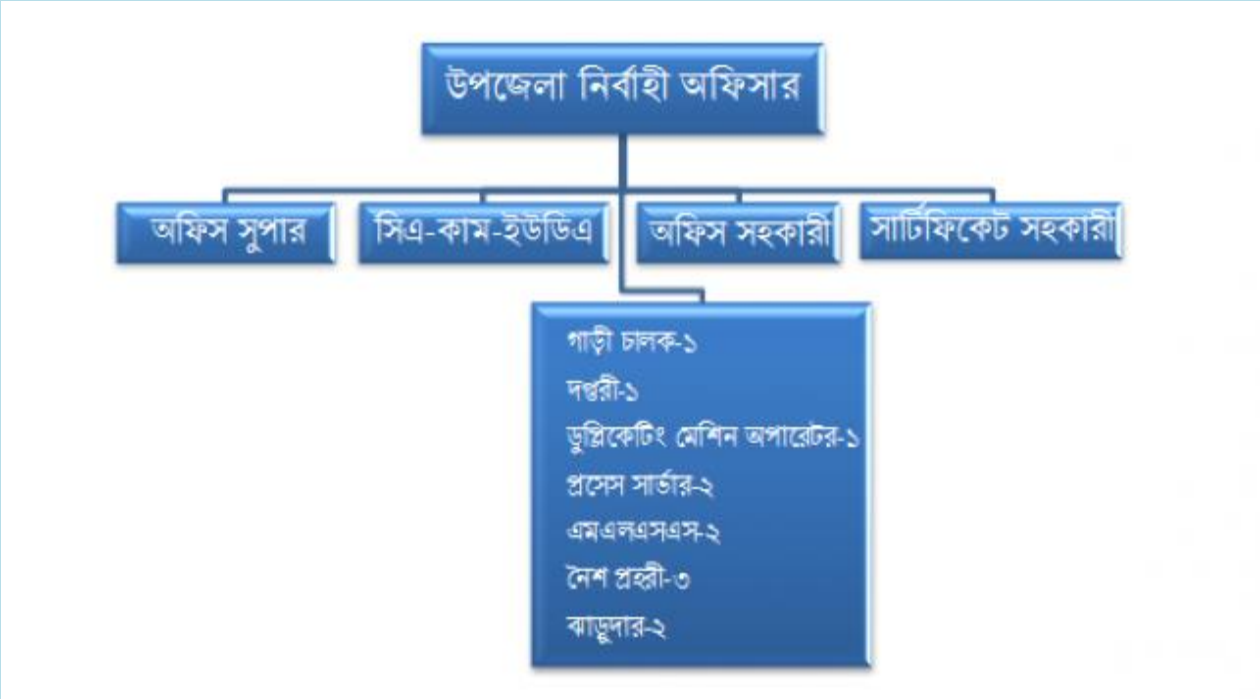

কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

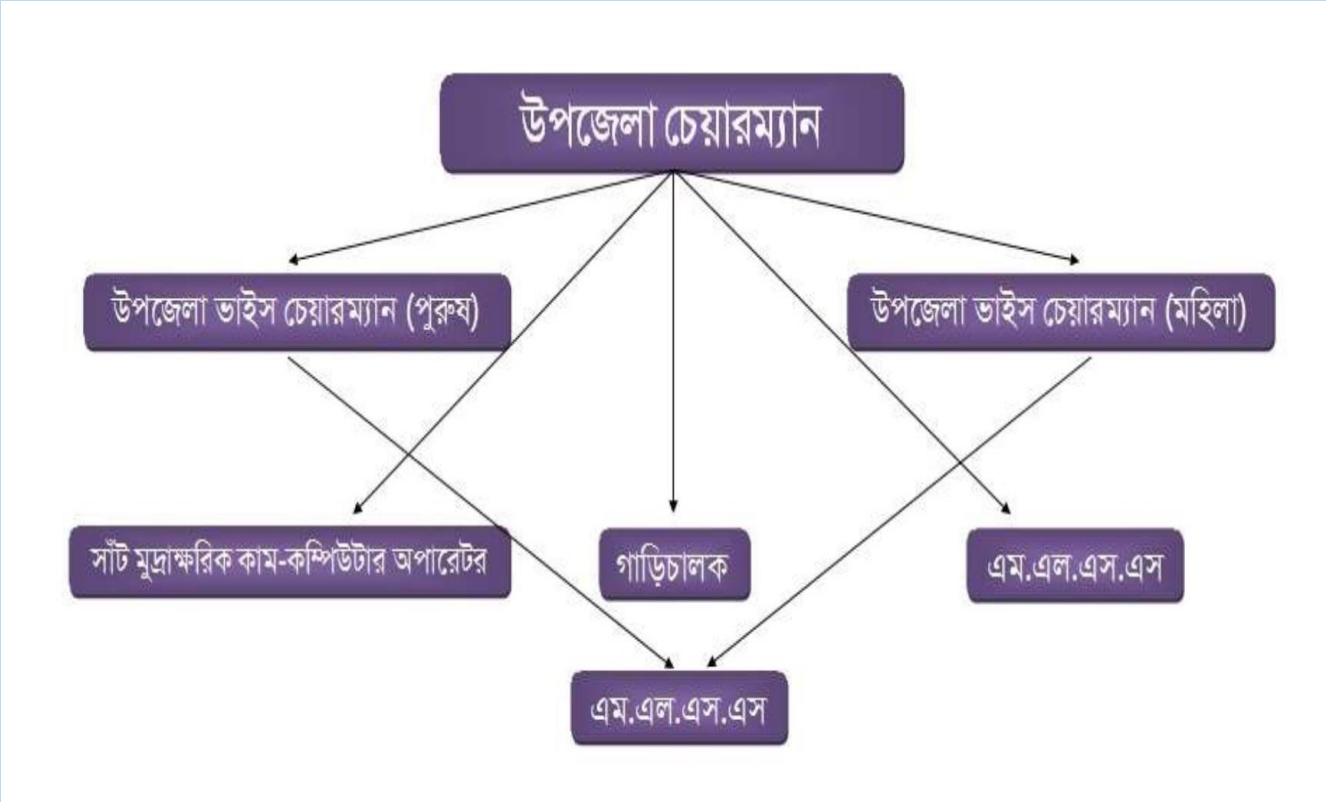

তৃতীয় অধ্যায়ঃ উপজেলার সম্পদ বিবরণী

৩.১ উপজেলার সম্পদের বিবরণীঃ

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প এনজিওসমূহের প্রকল্প সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ		
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ		
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	**বার্ষিক গড় বরাদ্দ**
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৮০,০০,০০০.০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৩	স্থানীয় ভাবে আহোরিত সম্পদ	১,৪৩,০০,০০০.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৭	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি	৫০,০০,০০০.০০
৮	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	
৯	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৪.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৬০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	৫০ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যনিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	৩০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০০ টিগভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে	৩০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কক্ষের অভাব	সকল ইউনিয়ন ও ৭৫ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১০ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষ তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বারবে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভু-গর্ভস্থ পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

	কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার						
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

পঞ্চম অধ্যায়ঃ রূপকল্প

৫.১ রূপকল্পঃ

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে কুতুবদিয়া উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

ষষ্ট অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

৬.২ উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষনঃ

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্নেড়ব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্ষতিকর
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	সক্ষমতার দিক (Strength)	দুর্বলতার দিক (Weakness)
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় µ মাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	সুযোগের দিক (Opportunities)	প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী µ য় প্রµ য়ায় অস্বচ্ছতা

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ভিত্তিক প্রকলেপর তালিকা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৭.১ উপজেলার ইউনিয়ন/ বিভাগ ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	নাজেম উদ্দিন সড়কে পানি নিষ্কাশনের কালভার্ট নির্মান ।	২.০০	পিআইসি
২.	ছিদ্দিক হাজী পাড়া রোড়ে পানি নিষ্কাশনের কালভার্ট নির্মান ।	২.০০	টেন্ডার
৩.	হাজারিয়া পাড়া নতুন জামে মসজিদ রোডে বন্যা নিরোধক গাইডওয়াল নির্মান ।	৩.৫০	টেন্ডার
৪.	সমিতির রাস্তার দক্ষিণ পূর্বে শাহ আলমের দোকান হইতে পশ্চিমে কাদেরের বাড়ি পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ।	২.০০	টেন্ডার
৫.	উত্তর ধুরুং মুছাসিরাজ সড়কে বাইতুল মোকারম জামে মসজিদের সামনে রাস্তার পার্শ্বে বন্যা নিরোধক গাইডওয়াল নির্মান ।	২.০০	পিআইসি
৬.	এরশাদ আলী মাতবর সড়কে বন্যা নিরোধক গাইডওয়াল নির্মান ।	২.০০	পিআইসি
৭.	মাষ্টার নুর আহমদ সঃপ্রাঃ সড়কে বন্যা নিরোধক গাইডওয়াল নির্মান	২.০০	পিআইসি
৮.	আবুল বশর সিকদার রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (আজম রোড হতে শুরু)	৪.০০	টেন্ডার

৯.	আকবরবলী পাড়া ঘাটে কাঠের অস্থায়ী সেতু নির্মান ।	২.০০	পিআইসি
১০.	গাউছিয়া আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা সড়ক ইট দ্বারা মেরামত ।	২.০০	টেন্ডার
১১.	জহির আলী সিকদার পাড়া খাস পুকুর সংযোগ সড়ক ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন ।	২.০০	পিআইসি
১২.	আযম সড়কের চাটিপাড়া পাকা রাস্তা হতে কাইচার পাড়া পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তার গাইডওয়াল নির্মাণ।	২.০০	পিআইসি
১৩.	ওয়াজের পাড়া পুকুর সংলগ্ন রাস্তার পার্শ্বে গাইডওয়াল নির্মাণ।	২.০০	পিআইসি
১৪.	আশা হাজীর পাড়া সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	৪.০০	টেন্ডার
১৫.	ইদ্দার পাড়া সড়ক ব্রীক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	২.০০	পিআইসি
১৬.	জেলে পল্লি আশ্রায়ন প্রকল্প সড়ক পুনবার্সন ও গাইডওয়াল নির্মান	৩.৫০	টেন্ডার
১৭.	আফাজিয়া মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানের পার্শ্বে গাইডওয়াল নির্মান ।	২.০০	টেন্ডার
১৮.	জালাল উদ্দিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংযোগ সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন ।	১.৫০	টেন্ডার
১৯.	মলমচর কবরস্থান রাস্তা -ছোবহানিয়া জামে মসজিদ হতে পশ্চিমে কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন ও গাইডওয়াল নির্মান	২.৫০	টেন্ডার
২০.	নজর আলী মাতবর সরকারী প্রাঃবিঃ রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	১.৫০	টেন্ডার
২১.	হদ্দারঘর রাস্তা, পুর্বে আজম সড়ক হতে পশ্চিমে বেড়ীবাধঁ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ।	২.০০	পিআইসি
২২.	বেড়ীবাধঁ হতে মোঃ আলীর বাড়ী পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩.০০	টেন্ডার
২৩.	হাজী শফিকুর রহমান রাস্তা হইতে আবু তাহের বাড়ি পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	৩.০০	টেন্ডার
২৪.	ডিসি রোড হইতে বড়ঘোপ মায়া বাড়ি পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	২.০০	টেন্ডার
২৫.	বড়ঘোপ বড়মিয়াজীর পাড়া সংযোগ সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন	২.০০	টেন্ডার
২৬.	গোলদার পাড়া সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	২.০০	টেন্ডার
২৭.	সন্দিপী পাড়া কবরস্থানের পার্শ্বে মেইন রোড হতে আকতার হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	৪.০০	টেন্ডার
২৮.	ফতেহআলী সিকদার পাড়া রাস্তায় তারেকের বাড়ী হতে মাহবুব এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	২.০০	পিআইসি
২৯.	পশ্চিম তাবলরচর জামে মসজিদ সংলগ্ন গাইডওয়াল নির্মান ।	২.০০	পিআইসি
৩০.	কিরন পাড়া সড়ক (জামে মসজিদ হতে ব্রাক সেন্টার পর্যন্ত) আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	৩.০০	টেন্ডার
৩১.	তাবালেরচর মাহবুবুল আলমের বাড়ীর সামনের রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	২.০০	টেন্ডার
৩২.	কবি জসিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরন ।	২.০০	টেন্ডার
৩৩.	আল ইমাম মাদ্রাসার উন্নয়ন ।	২.০০	পিআইসি
৩৪.	দরিদ্র জনসাধারনের মধ্যে বিনামুল্যে বিতরনের জন্য আরসিসি স্লাব লেট্রিন নির্মান ।	১.৫০	টেন্ডার
৩৫.	দরিদ্র জনসাধারনের মধ্যে বিনামুল্যে বিতরনের জন্য আরসিসি স্লাব লেট্রিন নির্মান ।	২.০০	টেন্ডার
৩৬.	পুতিন্যা পাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে গণশৌচাগার নির্মান ।	৩.০০	টেন্ডার
৩৭.	নারী উন্নয়ন ফোরাম (দরিদ্র/দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন)	২.৫০	আরএফকিউ
	সর্বমোট =	৮৬.৫০	

ইউজিডিপি মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ (হাই/লো-বেঞ্চ) সরবরাহ	৪০.০০	ওটিএম
২	বড়ঘোপ ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় নতুন শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ	৩০.০০	ওটিএম
৩	ধুরুং বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১০.০০	ওটিএম

৭.২ প্রকল্পের সার-সংক্ষেপঃ (অর্থ বছর ২০২৩-২৪)

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	অভিষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি)	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা
১	হাজী এলাহাদাদ মিয়া সড়কে মসজিদের পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেইন কালভার্ট নির্মান ।	ভাঙ্গা রাস্তা উন্নয়ন হবে এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হবে	৫০ মি. রাস্তা ও ৩০ মি. ড্রেন	উপজেলা পরিষদ ও সেবা নিতে আসা জনগন	কৃষি ও সেচ	কৈয়াবিল্লা ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপ	উপজেলা পরিষদ
২	চেয়ারম্যান রোডের উত্তরাংশে পানি নিষ্কাশনের ড্রেইন নির্মান	জলাবদ্ধতা নিরসন হবে	৫০ মি. রাস্তা	উপজেলা জনগন	কৃষি ও সেচ	কৈয়াবিল্লা ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	৩.০০	এডিপ	উপজেলা পরিষদ
৩	হকদার পাড়া সড়কে ড্রেইন নির্মান ও পুরাতন ড্রেইন মেরামত ।	জলাবদ্ধতা নিরসন হবে	৬০ মি.	উপজেলা জনগন	কৃষি ও সেচ	আলী আকবর ডেইল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপ	উপজেলা পরিষদ
৫	খুদিয়ারটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে (পুতিন্যা পাড়া পুকরে) বন্যা নিরোধক গাইডওয়াল নির্মান ।	ভাঙ্গা রাস্তা উন্নয়ন হবে এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হবে	৪০০ মি.	৩০০০ জন	কৃষি ও সেচ	আলী আকবর ডেইল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	৪.০০	এডিপ	উপজেলা পরিষদ
৬	মিয়ারাকাটা সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৪০ মি.	৩০০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	উত্তর ধুরুং ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১	উত্তর ধুরুং মনসুর আলী হাজী পাড়া আলহাজ্ব রফিক আহমদ সড়ক ডাবল ব্রিক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৭০ মি.	২০০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	উত্তর ধুরুং ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

১২	বাইঙ্গাকাটা রাস্তায় গাইডওয়াল নির্মান	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১০০ মি.	১৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	উত্তর ধুরুং ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৩	বরইতলী পাড়া সড়ক ডাবল ব্রিক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৮০ মি.	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	দক্ষিণ ধুরুং	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৪	শুকলাল খলিফার পাড়া রাস্তা ডাবল ব্রিক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৮০ মি.	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	দক্ষিণ ধুরুং	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৫	আলী আকবর সিকদার পাড়া রাস্তায় বন্যা নিরোধক গাইডওয়াল নির্মান ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১০০ মি.	৩৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	দক্ষিণ ধুরুং	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৬	মধ্যম ধুরুং কাচা জামে মসজিদ সড়কে অসমাপ্ত গাইডওয়াল নির্মান ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৯০ মি.	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	দক্ষিণ ধুরুং	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৭	দক্ষিণ ধুরুং পরিবার কল্যান কেন্দ্র রাস্তা নির্মান ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১টি	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	দক্ষিণ ধুরুং	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৫	ইউনিয়ন পরিষদ মেইন গেইট হতে ইউপি কমপ্লেক্স ভবন পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে গাইডওয়াল ও সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১টি	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	লেমশীখালী ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৫	ধুপীপাড়া কালী মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে গাইডওয়াল নির্মান ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১ টি	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	লেমশীখালী ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৩৬	ছিদ্দিক হাজীর পাড়া সড়কে গাইডওয়াল নির্মান	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	২০০ মি	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	লেমশীখালী ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৭	খস্যার পাড়া রাস্তার (বেড়ীবাধঁ হতে পশ্চিম দিকে) উভয়দিকে গাইডওয়াল নির্মান ও সিংগেল ব্রিক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন ।	এলাকার মুসল্লিগন উপকৃত হবেন	১০০ মি	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	লেমশীখালী ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৮	লেমশীখালী গাইনাকাটা সড়কে খালের পার্শ্বে নুরুল ইসলাম মেম্বারের বাড়ী হতে দক্ষিন ধুপী পাড়া কালি মন্দির পর্যন্ত গাইডওয়াল নির্মান ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৮০ মি.	১৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	লেমশীখালী ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৭	জালাল উদ্দিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন ও গাইডওয়াল নির্মান (অবশিষ্টাংশ)।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৫০ মি.	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	লেমশীখালী ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৮	লুৎফার পাড়া সংযোগ সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১ টি	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	লেমশীখালী ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৩	উত্তর কৈয়ারবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় কালভার্টের পার্শ্বে গাইডওয়াল মেরামত	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১ টি	৪৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	কৈয়ারবিল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৫৪	কৈলাসাঘোনা হাজী আশরাফ আলী রোড মেরামত ।	ইউনিয়নের জনগনগনের উপকার হবে	১৫০ মি.	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	কৈয়ারবিল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৫	মলমচর কবরস্হান রাস্তা হতে হাজী গোলাম মোহাম্মদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ডাবল ব্রিক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন এবং নজর আলী মাতবর পাড়া ছালামত খানের বাড়ী পর্যন্ত ইটের রাস্তা মেরামত ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১০০ মি.	৪৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	কৈয়ারবিল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.১০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৬	ফকির পাড়া নুরানিয়া বালিকা মাদ্রাসা রোড ডাবল ব্রিক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৪০ মি.	৩৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	কৈয়ারবিল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৭	ঘিলাছড়ি বেড়ীবাধঁ রাস্তা ডাবল ব্রিক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৮০ মি.	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	কৈয়ারবিল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৮	কৈয়ারবিল ইউনিয়নে বিচ সংযুক্ত রাস্তা নির্মান	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৭০ মি.	৩৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	কৈয়ারবিল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৯	এরশাদ আলী মাতবর সড়কে গাইডওয়াল নির্মান (১ম অংশ)	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৫০ মি.	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	বড়ঘোপ ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬০	এরশাদ আলী মাতবর সড়কে গাইডওয়াল নির্মান (২য় অংশ)	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১০০ মি.	৩৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	বড়ঘোপ ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৬১	আইয়ুব নবী সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১ টি	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	বড়ঘোপ ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬২	দক্ষিণ মাতবর পাড়া খোশমত আলীর বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১ টি	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	বড়ঘোপ ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬৩	জুলেখার পাড়া মৌলভী নুর মোহাম্মদ সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৮০ মি.	৩৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	বড়ঘোপ ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬৪	পেতনার পাড়া-লালফকির পাড়া সড়কের অবশিষ্টাংশ আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৮০ মি.	৪৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	বড়ঘোপ ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬৫	গোলদার পাড়া মসজিদ সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৮০ মি.	৩৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	বড়ঘোপ ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬৬	কাজী হেলাল উদ্দিন সংযোগ সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১ টি	৩৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	বড়ঘোপ ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬৭	কালুয়ার ডেইল সড়ক (কবরস্হান হতে আরম্ভ) সংস্কার ও ইট দ্বারা উন্নয়ন	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৫০০ মি.	৪৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	আলী আকবর ডেইল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬৮	তাবালেরচর টেকপাড়া সড়ক মাটি ও ইট দ্বারা উন্নয়ন	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১০০ মি.	৪৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	আলী আকবর ডেইল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৬৯	দক্ষিণ সাতঘর পাড়া সংযোগ সড়কে গাইডওয়াল নির্মান	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১০০ মি.	৪৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	আলী আকবর ডেইল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৭০	কিরন পাড়া সড়ক সংস্কার	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৮০ মি.	৩৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	আলী আকবর ডেইল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৭১	আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নস্হ পুতিন্যার পাড়া সংযোগ সড়ক (হাজী নুরুল আলমের বাড়ী পর্যন্ত) ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	২০০ মি.	২৫০০ জন	পরিবহন ও যোগাযোগ	আলী আকবর ডেইল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.৫০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৭২	আল-ইমাম মাদ্রাসা উন্নয়ন ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	০ মি.	২৫০০ জন	শিক্ষার উন্নয়ন	উত্তর ধুরুং ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৭৩	বড়ঘোপ ফাজিল মাদ্রাসার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরন ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	০মি.	২৫০০ জন	শিক্ষার উন্নয়ন	বড়ঘোপ ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৭৪	আলী আকবর ডেইল দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন ও শ্রেণীকক্ষের জন্য আসবাব পত্র সরবরাহ ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	০ টি	৩৫০০ জন	শিক্ষার উন্নয়ন	আলী আকবর ডেইল ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৭৫	জনসাধারনের মধ্যে বিনামুল্যে বিতরনের জন্য আরসিসি স্লাব লেট্রিন নির্মান ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	০ মি.	২৫০০ জন	জনস্বাস্থ্য	দক্ষিণ ধুরুং ইউপি	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৭৬	বিভিন্ন ইউনিয়নে খেলা ধুলার সরঞ্জাম বিতরন	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	০মি.	৩৫০০ জন	যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	কুতুবদিয়া উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	২.০০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৭৭	উপজেলার দরিদ্র, বেকার, অসহায়, বিত্তহীন মহিলাদের আত্মকর্মসংস্হান সৃষ্টির লক্ষ্যে নকশী কাথাঁ ও কাটিং, পোল্ট্রি উন্নয়ন, বাইন্ডিং ও প্যাকেজিং প্রশিক্ষন (উপকরন সরবরাহ ও আপ্যয়ন সহ)	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	০ মি.	৩৫০০ জন	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	কুতুবদিয়া উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৪	এলজিইডি	১.২০	এডিপি / উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

অষ্টম অধ্যায়ঃ মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য:

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন। পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

- সাবলিলতা: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কৌশল সাবলীল হতে হবে, কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে।
- বায়নকারিদের সম্পৃক্ততা: কৌশলের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কার্যক্রমের সর্বস্তরে বাস্তবায়নকারিদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে
- টেকসই: উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৌশল প্রণীত হতে হবে

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . অর্থ বছরের . . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ.							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।

উপসংহার

যে কোন কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য চাই একটি বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই সত্যিকারের উদ্যোগ ও সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণ। সেই সাথে চাই কাজের প্রতি ভালবাসা ও জবাবদিহিতা। সর্বোপরি সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের জনসেবার মনমানসিকতা। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে উন্নয়নকে জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছানো তথা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মেকাবেলা করার জন্য বদ্ধ পরিকর। এ জন্য উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট উপজেলা পরিষদগুলোকে বাস্তবমূখী পরিকল্পনা প্রনয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে উপজেলার বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেতু বন্ধন রচিত হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। এই পরিকল্পনা প্রনয়নে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় নাই বিধায় এতে অনেক ভুল ত্রুটিসহ অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কমিটি মনে করে। উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই উন্নয়নের স্বার্থে রচিত এই বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন তথা সংস্কারের কাজ অব্যহত থাকবে। এজন্য সকল শুভানুধ্যায়ী এবং জনসেবকদের মূল্যবান এবং আন্তরিক পরামর্শ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল সরকারী, বেসরকারী এবং জনপ্রতিনিধিসহ সকল স্তরের জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং সার্বিক সহয়োগীতা একান্তভাবে প্রয়োজন। তবেই সফল হবে এই বার্ষিক পরিকল্পনার সকল স্বপ্ন ও উদ্দেশকে বাস্তবায়ন করা।

সমাপ্ত